भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या
Class No. B 891.442
पुस्तक संख्या
Book No. Mi353v
रा० पु० ३८
N. L. 38.
MGIPC—S4—13 LNL/64—30-12-64—50,000.

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো।

5160/48

প্রহসন।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দাঃ ১২৭৮।

LENT OUT

B
891.442
Mu 353

NATIONAL LIBRARY
No. 15207
Date
CALCUTTA

স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
প্রণয়পারাবারেষু।

প্রিয়বন্ধু শারদাপ্রসন্ন!

মদীয় দীনধাম ভবদীয় কণক নিকেতনের নিকট নিবন্ধন বাল্যকালাবধি তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুতা; তুমি সহস্র কর্ম্ম পরিহার পুরঃসর আমার পরিতোষ সাধন করিতে পরাঙ্মুখ নও। প্রথম দর্শনাবধি তুমি আমায় এতই ভাল বাস, তোমার নিতান্ত বাসনা আমি সতত তোমার নিকট থাকি কিন্তু কার্য্য গতিকে সে স্নেহগর্ভ বাসনার সম্পাদন অসম্ভব। যাহাকে ভাল বাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশে মনের তৃপ্তুতা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দ্দোষ-আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। ইতি।

দর্শনোৎসুকমনাঃ
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নসিরাম এবং রতা নাপ্‌তের প্রবেশ।

নসি। বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক।

রতা। কেশব বাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কালেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর আর জাত কি?

নসি। মাতার উপর শকুনি উড়্‌চে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না। আর বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল; স্কুলে একটি পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেব?

রতা। চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগ্‌নো দেইনি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলে না, দুশ লোকের ভাত্ পচালে।

নসি। ওর জামাইয়ের বাড়ী হলো ভিন্ গাঁয়, তাকে বগ্‌নো

দেবে কেন? তাকে দিতে গেলে আর একশ লোককে দিতে হয়।

রতা। কেশব বাবুর বাপ যদি ঘোষদের রক্ষা না কত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরেছিলো।

নসি। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। ভুবনের মামাদের একবৎসর একঘরে করে রেখেচে। তাদের অপরাধ তো ভারি—কালীঘোষের ছেলে ক্রিস্‌চান হতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, তা কালীঘোষের জাত না মেরে তারে সমাজভুক্ত করে রেখেচে।

রতা। কাল ব্যাটার ভারি নাকাল করিচি—দশগণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাতায় ঢেলে দিইচি।

নসি। কখন?

রতা। কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবলিখানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুকবে, আমি ওদের পাঁচিলের উপর থেকে এক হাঁড়ি শাঁস ঢেলে দিয়ে পালিয়েছিলেম; ব্যাটা আবার নেয়ে মরে। কত গালাগালি দিলে কিন্তু আমায় দেখ্‌তে পাইনি।

নসি। ভুবন বড় মজা করেচে—বুড়ো ধুতি নামাবলি রেখে স্নান কত্তেছিল, এই সময়ে পাঁটার নাড়িভুঁড়ি নামাবলিতে বেঁধে রেখে পালিয়েছিল। বুড়ো নামাবলি গায় দিতে গিয়ে কেঁদে মরে, বল্যে এ রতা নাপ্‌তে করে গিয়েচে।

রতা। ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে কিছু করুক আমারে দোষে, বলে নাপ্‌তের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে।

ভুবনমোহনের প্রবেশ।

ভুব। ওহে ইন্‌স্পেক্টার বাবু এসেচেন, কাল আমাদের পরীক্ষা হবে।

নসি। আমাদের পুরাণো পড়া সব দেখা আছে।

ভুব। আমি বিশেষ মনোনিবেশ করে পড়াগুলিন দেখ্‌বো।

রতা। দেখ ভাই, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করেন, আমরা যদি ভাল পরীক্ষা না দিতে পারি তবে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।

ভুব। রাজীব মুখুয্যে ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বল্যে এই ক্রিস্‌চান ব্যাটা এয়েচে।

নসি। ব্যাটা ইনিস্পেক্‌টার বাবুর উপর এত চট্‌লো কেন?

রতা। ইনিস্পেক্‌টার বাবুর সহিত একদিন বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্টার বাবু বলেছিলেন "আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব আপনার পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন"। ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই; গলাবাজীতে যা কত্তে পারে; আর মুখ খানি মেচো হাটা, ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে যা না বলবের তাই বল্যে।

নসি। আমি সেখানে থাক্‌লে বুড়োর গলায় জয়ঢ্যাম্‌টেমি বেঁধে দিতেম।

রতা। যদি পরমেশ্বরের কৃপায় কাল পরীক্ষা ভাল দিতে পারি, তবে বুড়োরি এক দিন আর আমারি একদিন।

ভুব। ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে সন্তুষ্ট কত্তে না পার্‌লে কোন তামাসা ভাল লাগ্‌বে না।

নসি। কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর গিল্‌বর্টের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুয্যের বাজি দেব।

ভুব। সে সাপটা আছে তো?

রতা। সব আছে, পরীক্ষাটি শেষ হোক্ না।

নসি। কি সাপ?

রতা। সোলার সাপ।

নসি। তাতে কি হবে।

রতা। দুটি বাবলার কাঁটা আর একটি সোলার সাপে বুড়োর সর্ব্বনাশ কর্‌বো—যে রতার কথা সইতে পারে না, সেই রতার চড় খাবে আরো বল্‌বে লাগে না। লোকে জানে বাবা যে সর্পের মন্ত্র জান্‌তেন, তা মরবের সময় আমায় দিয়ে গিয়েচেন, বুড়োরে সাপে কাম্‌ড়ালে কাজেই আমায় ডাকবে,—আমি চপেটাঘাতে নির্ব্বিষ করবো।

গোপালের প্রবেশ।

গোপা। বড় মজা হয়েচে, রাজীব মুখুয্যের খ্যাপান উঠেচে—

রতা। কি খ্যাপান?

গোপা। "পেঁচোর মা" বল্যেই ব্যাটা তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

নসি। কেন?

গোপা। পেঁচোর মা বুড়োর মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে ছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচ্চিল, কথায় কথায় পেঁচোর মা রামমণিকে বল্যে, তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম, বুড়ো ওমনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, ভাত গুলিন পেঁচোর মার গায় ফেলে দিলে, আর এঁটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মাত্তে লাগলো, মায়েশের রথের লোক জমে গেল। বুড়ো বল্‌তে লাগ্‌লো "দেখ দেখি আমার বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে, বেটি এখন কি না বলে আমি ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটিকে এরূপ দেখিচি।"

নসি। কোন্ পেঁচোর মা?

গোপা। রাম্‌জি ডোমের মাগ—রামজি মরে গিয়েচে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, কেবল একটি ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে।

রতা। দুজনেরি বয়স এক হবে।

গোপা। যদি কেহ বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পেঁচোর মার বয়স কম্, বুড়ো ওমনি গালে মুখে চড়ায় আর তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে

আসে; এখন অধিক বল্‌তে হয় না, শুধু পেঁচোর মা বল্যেই হয়।

নেপথ্যে। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশজন বালকের প্রবেশ।

রাজী। যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মর্‌চে তোমাদের মরণ হয় না—কি বল্‌বো দৌড়াতে পারিনে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।

বালকগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥
বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

নসি। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েচে, ইনিস্পেক্টর বাবু এয়েচেন, সকালে সকালে স্কুলে যা।

(বালকদের প্রস্থান।)

মহাশয়ের অদ্য স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান্ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজী। আমাকে পাগল করেচে।

নসি। অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহশূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী। তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়তে দেব।

রতা। যে মেয়েটি স্থির হয়েচে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্য্যন্ত হবে।

রাজী। কোন্ মেয়েটি?

রতা। আজ্ঞা—ঐ পেঁচোর মা।

রাজী। দুর ব্যাটা পাজি গর্ভস্রাব, যমের ভ্রম—ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ কি। দেখি তোর কাকা জমি গুলো কেমন করে খায়, রাজীব এমন ঠক্ নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। পাজি—আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

(সরোষে রাজীবের প্রস্থান।)

নসি। বেশ তৈয়ের হয়েচে।

গোপা। বিয়ের নামে নেচে ওঠে—কনক বাবুর বাগানের কাছে ওর চার বিঘা ব্রহ্মত্বর জমি ছিল; রায় মহাশয় সেই জমি কয়েক খানার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, রামমণি কত উপরোধ কর্‌লে কিছুতেই শুন্‌লে না, তার পর রতা শিখায়ে দিলে, বিয়ের সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জমি অমনি দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জমি হস্তগত করেচেন কিন্তু তার উচিত মূল্যের অধিক দিয়াছেন।

রতা। এখন বড় মজা যাচ্ছে—ব্যাটা দুবেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি হলো। কনক বাবু আমায় বলেচেন একটা গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। আমি কি কর্‌বো কোন উদ্দেশ পাচ্চিনে।

ভুব। বাবা যে দুঃখিত হন, তা নইলে ওর পানের ডিবের ভিতর আমি কেঁচো পূরে রাখ্‌তে পারি।

রতা। তোমাদের কারো কিছু কত্তে হবে না, একা রতা ওর মাতা খাবে।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর।

রাজীব আসীন।

রাজী। পেঁচোর মা বেটিই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে, গ্রাম ময় রাষ্ট করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো—একথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে। মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলা ভাজা কড়্মড়্ করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে নতে পারি। বেটিকে দেখ্‌লে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটিকে বল্‌তে বলি পেঁচো যেবার মরে সেই বার আমি হই— আবার ভারত ছাড়া বেটির নাম কচ্চি, বেটির মুখ ভঙ্গিমা মনে হলে হৃৎকম্প হয়। (দরোজায় আঘাত) কে—ও, ঠক্ ঠক্ করে ঘা মারে কে—ও।

নেপথ্যে। আমরা ছুটি অতিথি।

রাজী। এখানে না, এখানে না, মেয়েমানুষের বাড়ী।

নেপথ্যে। আজ্ঞা, সন্ধ্যা হয়েচে, আমরা কোথা যাই, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের স্থান দেন।

রাজী। কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো—যা বাবু স্থানান্তরে যা, আমার বাড়ী লোক নাই, জন নাই, করে কর্ম্মে কে। আমি বুড়ো হাবড়া—(জিবকেটে স্বগত) এই জন্যে ও সকল কথা আন্দোলন কত্তে চাইনে, দেখ দেখি আপনিই "বুড়ো হাবড়া" বলে ফেল্যেম।

নেপথ্যে। আমাদের কিছু চাল ডাল দেন, আমরা স্থানান্তরে পাক করে খাইগে, আমরা নিঃসম্বল, চাল ডাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, আমরা দিবসে চিড়ে খেয়ে রইচি।

রাজী। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ এখান থেকে—অতিথি বলে আসেন তার পর চুরি করে সর্ব্বস্ব লয়ে যান।

নেপথ্যে। আপনার বোধ করি কখন কিছু চুরি হয়নি।

রাজী। হোক্ না হোক্ তোর বাবার কি, পাজি ব্যাটারা, গোচর ব্যাটারা।

নেপথ্যে। নরপ্রেত, এই সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ ভুটোকে কিঞ্চিৎ অন্নদান কত্তে পাল্যে না। চল অপর কোন বাড়ী যাওয়া যাক্।

রাজী। রামমণি বড় সন্তুষ্ট হয়েচে, কনক বাবুকে জমি চারখান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কনক বাবু আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবেই সকলের সন্তোষ, নইলে ঘর দরোজায় আগুন লাগাবো। কনক রায় তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির করবেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কনকের প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। (দরোজায় আঘাত) ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্ ঠক্—(দরোজায় আঘাত) আবার ঠক্ ঠক্, কচ্চিই ঠক্ ঠক্ (দরোজায় আঘাত) কে—ও, কথা কয়না কেবল ঠক্ ঠক্ (দরো-জায় আঘাত) দরোজা টা ভেঙ্গে ফেল্যে, কেও, রামমণিকে ডাক্‌বো না কি? গিয়েচে ব্যাটারা; রতা ব্যাটা আমার পরমশত্রু, ব্যাটারে কি করে শাসিত করি তার কিছু উপায় দেখি নে।

নেপথ্যে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলয়ে আছেন? ওহে বাপু তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে, আমরাও এককালে

ওরূপ অধ্যয়ন করিচি, পড়ায় এত মন দিয়েচ, আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চো না?

রাজী। (স্বগত) এ ঘটক, আমাকে বালক বিবেচনা করেচে, আমার কিছু দেখ্‌তে পাইনি, কেবল কাপড়ের পাড় দেখতে পেয়েচে। (প্রকাশে) আপনি কার অনুসন্ধান কচ্যেন মহাশয়?

নেপথ্যে। আমি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান কচ্চি।

রাজী। কিজন্যে?

নেপথ্যে। দ্বার মোচন করুন, তার পরে বল্‌চি।

রাজী। কিজন্য এসেচেন, আর কার নিকট হতে এসেচেন, না বল্যে আমি কখনই পড়া ছেড়ে উট্‌তে পারিনে—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য বান॥"

নেপথ্যে। বাবুজী, রাজীব বাবুর সম্বন্ধের জন্যে আমাকে কনক বাবু পাটিয়েচেন,—আমি ঘটক।

রাজী। "কিবা রূপ, কিবা গুণ, কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥"

নেপথ্যে। নবীনপুরুষেরা স্বভাবতঃ কবিতাপ্রিয়—আমি প্রেমাম্বুদ, রাজীবের বিচ্ছেদ সন্তপ্ত চিত্তে প্রেমবারি বর্ষণ কত্তে আমার আগমন।

রাজী। (স্বগত) এই সময় আমার স্বকৃত নবীন কবিতাটা কেন শুনিয়ে দিই না। (প্রকাশে)

পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।

কন্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

নেপথ্যে। আপনার অতি সুশ্রাব্য স্বর—আপনি কপাট উদ্ঘাটন করুন, আমি ভিতরে গিয়ে আপনার নবীন মুখচন্দ্রের অমৃত পান করে পরিতৃপ্ত হই।

রাজী। যেআজ্ঞা। (কপাট উদ্ঘাটন, ঘটকের প্রবেশ, পুনর্ব্বার দ্বার রোধ)

ঘট। আমি অধিকক্ষণ বস্‌তে পার্‌বো না, আপনার দেশ বড় মন্দ, বালকেরা আমাকে বিদেশী দেখে গায় ধুলা দিয়েচে, আমি ওপাড়ায় আর যাব না।

রাজী। মহাশয়, আপনার বাড়ী আপনার ঘর, এখানে থাক্‌বেন, আপনার অপর স্থানে যেতে হবে না।

ঘট। রাজীব বাবুকে একবার সংবাদ দেন।

রাজী। আজ্ঞা আমারই নাম রাজীবলোচন—ও রামমণি, রামমণি, ওরে কলকেডায় একটু আগুন দিয়ে যা—(তামাক সাজন) পিতা, ভ্রাতার পরলোক হওয়াতে সকল ভার আমার কোমল স্কন্ধে পড়েচে। আপনার মধ্যাহ্নে আহার হয়েছিল কোথায়?

ঘট। কনক বাবুর বাড়ী—আমি আপনাকে মূলকাটিতে একটা কথা বলি, আপনি কাহারো তামাসা ঠাটায় ভুলবেন না—এ সম্বন্ধে আপনাকে অনেকে ভাংচি দেবে, আপনার আত্মীয় বন্ধু সকলেই এ সম্বন্ধে অসম্মত হবে, আর বলুবে পাঁচব্যাটা গাঁজাখোরে পিতৃহীন বালকটিকে নষ্ট কচ্চে।

রাজী। আপনি আমার পরম বন্ধু, আমি কারো কথা শুনবো না, লোকে সহস্রবার নিষেধ কল্যেও ফির্‌বো না, আপনি যে পথে যেরূপে লয়ে যাবেন সেই পথে সেইরূপে যাবো; আমি মুরুব্বিহীন, আপনাকে আমি মুরুব্বি কল্যেম।

ঘট। আপনার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম—বয়স আপনার এমন অধিক কি, আপনার পিতার ধীশব্দ নাম, অতুল্য ঐশ্বর্য্য, কুলীনের চূড়ামণি, অতি শিশুকালে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই আপনাকে দোজবরে বল্‌তে হচ্চে, নচেৎ এমন বয়সে কত আইবুড়ো ছেলে রয়েচে—এই যে কণক বাবুর পুত্রের বয়স ষোল বৎসর, এক্ষণে তাঁর পুত্রবধূর—পরমেশ্বর করেন না হয়—মৃত্যু হলে কি তাঁর পুত্রকে দোজবরে বলে ঘৃণা করবো? কন্যাকর্ত্তারা সকল ভার আমাকে দিয়েচেন, এক্ষণে, এপক্ষের মতের স্থিরতা জানতে পার্‌লে লগ্ন নির্ণয় করে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়।

রাজী। এপক্ষের মতামত কি? মহাশয় সেপক্ষের ভার লয়েচেন, এপক্ষের ভারও মহাশয়ের উপর—ভাষা কথায় বলে "বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী" আপনিও তাই।

ঘট। আমি আপনার কবিতা শক্তিতে আরো সন্তুষ্ট হইচি; আপনার শাশুড়ীর ইচ্ছে একটি সুরসিক জামাই হয়, যেমন মেয়েটি চটপটে, হেঁয়ালির হারে কথা কয়, তেমনি একটি রসিকের হাতে পড়ে।

রাজী। মেয়েটীর বয়স কত?

ঘট। একথা কারো কাছে প্রকাশ কর্‌বেন না, মেয়েটি তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে—ভদ্রলোকের ঘরে অভিভাবক না থাকা বড় ক্লেশ, তোমার শ্বশুর, টাকা, গহনা সব রেখে গিয়েচেন, তবু যোটা-যোট করে এমন লোক নাই বলে এতদিন অবিবাহিতা রয়েচে—বাপু তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় কি, মেয়ের স্ত্রীসংস্কার হয়েচে।

রাজী। ভালইত, তাতে দোষ কি, তাতে দোষ কি?

ঘট। তাওযে বয়স গুণে হয়েচে তা বোধ হয় না—চম্পক আমাদের স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বিশেষ আদুরে মেয়ে, পাঁচ রকম খেতে পায় তাইতে তের বৎসরে ওঘটনা ঘটেচে।

রাজী। মহাশয় লজ্জিত হচ্চেন কেন, আমি এরূপই ত চাই। আমি ত আর পঞ্চম বৎসরের বালকটি নই। বিশেষ আমার সংসারে গিন্নি নাই, মেয়ে বয়স্থা হলে আমার নানারূপে মঙ্গল।

ঘট। আপনার যেমন মন তেমনি ধন মিলেচে।

রামমণির আগুন লইয়া প্রবেশ।

রাম। (কলিকায় আগুন দিয়া) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো ?

রাজী। (মুখ খিঁচিয়ে) বাবা দুদ গরম করে আন্‌বো, পাজি-বেটী, আঁটকুড়ীর মেয়ে (মুখ খিঁচিয়া) ওঁয়ার বাবা কেলে বাবা।

রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়, শূলের ব্যথায় মচ্চেন, দুদ—

রাজী। তোর সাতগোষ্টির শূল হোক্‌—পাজি বেটী, দূর হ এখান থেকে, কড়েরাঁড়ী, আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, নাহয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।

রাম। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (রোদন) হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যন্ত্রণা লিখেছিলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মুখে দুটো অন্ন পাইনে—বাবা আমি তোমার—

রাজী। আ মলো আবার বল্‌তে লাগলো—ওরে বাছা তুই বাড়ীর ভিতর যা, একজন ভিন্নদেশী লোক রয়েচে একটু, লজ্জা কত্তে হয়।

রাম। আমার তিন কাল গেচে, আমার আবার লজ্জা কি, আমার যদি গণেশ বেঁচে থাক্‌তো ওঁর চেয়ে বড় হতো।

রাজী। বেটী পাগলের মত কি আবোল তাবোল বক্‌তে লাগ্‌লো, তোর কি ঘরে কাজ নেই।

রাম। ব্যথা আজ্ ধরিনি ?

রাজী। আজো ধরিনি, কালো ধরিনি, কোন দিনও ধরিনি—তোর পায় পড়ি বাছা, তুই বাড়ির ভিতর যা।

রাম। মাগো, খেতে বল্যে মাত্তে ধায়।

(প্রস্থান।)

রাজী। যেমন মা তেমনি মেয়ে।

ঘট। মেয়েটি অতি ব্যাপিকা—আপনাকে পিতা সম্বোধন কল্যে না ?

রাজী। (স্বগত) এই বুঝি কপালে আগুন লাগে।

ঘট। কামিনীটি কে মহাশয় ?

রাজী। আমার সতীন ঝি—না, আমার সাবেক স্ত্রীর মেয়ে।

ঘট। মহাশয় আমার পরিশ্রম বিফল হলো।

রাজী। কেন বাবা, অমঙ্গল কথা বল্যে কেন ?

ঘট। উটিতো আপনার মেয়ে ?

রাজী। ঘটক রাজ—

ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়,
শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়,
ছেলে হয়, গুপ্ত কথা কিন্তু চাপা থাকে ;
কার ছেলে, কার বাপে, বাপ্ বলে ডাকে।
কামিনা কুমার বটে নিশ্চয় বিচার,
স্বামীর সন্তান বলা লোকে লোকাচার।—
মেয়েটি আমার আমি বলিব কেমনে ?

ঘট। মেয়েটির জন্মতো আপনার বিবাহের পর।

রাজী। তারই বা নিশ্চয় কি—ব্রাহ্মণের ঘরে, মহাশয় তো

জাত আছেন, মেয়ের বয়স দশ বৎসর তখনও গর্ভধারিণীর বিবাহ হয় নি।

ঘট। তবে ব্রাহ্মণী কি এই মেয়ে কোলে করে পাক্ ফিরে ছিলেন?

রাজী। কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত ধরে ফিরেচেন তা কি আমার মনে আছে। সে কি আজ্‌কের কথা তা আমি তোমায় ঠিক্ করে বল্‌বো, আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—ঘটক বাবা, বলে ফেলিচি তার আর কি হবে, বাবা তুমি জান্‌লে জান্‌লে, শাশুড়ী ঠাকুরুণকে এ কথা বল না, তোমারে খুসি কর্‌বো, তোমাকে বিদেয় কত্তে আমি দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি বেচ্‌বো—সাত দোহাই বাবা মনে কিছু কর না, আমি পিতৃ মাতৃ হীন ব্রাহ্মণ বালক সকল ভার তোমার উপর, তুমি ওঠ্ বল্‌লে উঠ্‌বো, বস্ বল্‌লে বস্‌বো।

ঘট। আপনি স্থির হন, আমি এমন ঘটক নই যে ঐ মাগী আপনার মেয়ে বলে আমি বিয়ে দিতে পার্‌বোনা? ওর মা যদি আপনার মেয়ে হয় তা হলেও পিছ্ পা নই।

রাজী। আচ্ছা, আচ্ছা,—বাবা বাঁচালে, আমি বলি তুমি বুঝি রাগ কল্যে।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার এক ভয় আছে।

রাজী। কি ভয়? ওরে আবার ভয় কি?

ঘট। উনি পাছে আপনার নববিবাহিতা প্রণয়িনীকে তাচ্ছিল্য করে মা না বলেন।

রাজী। অবশ্য বল্‌বে। আমার মেয়ে আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বে না।

ঘট। সেটী যাচাই না করে আমি কথা স্থির কত্তে পারি না। কারণ আমাদের মেয়েটী অতিশয় অভিমানিনী, উনি যদি মা না বলেন তা হলে সে অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তে পারে।

রাজী। আমি এখনি যাচাই করে দিচ্চি ও—রামমণি! ও রামমণি—ওরে বাছা আর একবার বাহিরে এস।

রামমণির প্রবেশ।

রাম। আমায় আবার ডাকচো কেন? যে গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি?

রাজী। না মা তোমাকে কি আমি গাল দিতে পারি! তোমার জন্যে সংসারে মাথা দিয়ে রইচি——তবে একটা কথা বলছিলাম কি—আমি যদি আবার বিয়ে করি তোমার যে নতুন মা হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাক্‌বে কি না?

রাম। তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও তেমনি মা বলে ডাক্‌বো। বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছেন—রাতদিন বিয়ে বিয়ে করে মর্চ্চেন।

রাজী। কি কথায় কি জবাব। ভাল মুখে একটা কথা বল্লেম, উনি আমার গায় এক হাতা আগুন ফেলে দিলেন। এখন স্পষ্ট করে বল, আমি যারে বিয়ে কর্‌বো, তুমি তাকে মা বল্‌বে কি না?

রাম। আমি আঁশবটী দিয়ে তার নাক কেটে দিব, আর তারে পেত্নী বলে ডাক্‌বো।

রাজী। তোর ভাল চিহ্ন নয়, আমাকে রাগাচ্চিস, আপনার মরবার পথ কচ্ছিস্। আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বি কি না বল্?

রাম। বল্‌বো না। কখনো বল্‌বো না! তোমার যা খুসি তাই করো।

রাজী। বল্‌বি নে——

রাম। না।

রাজী। বল্‌বি নে——

রাম। না।

রাজী। তোর বাপ যে সে বলবে! বেরো বেটী এখান থেকে—মাকে মা বলবেন না। হাজার বার বল্‌বি। তুইতো তুই তোর বাপ যে সে বল্‌বে।

(রামমণির বেগে প্রস্থান।)

ঘট। এতো ভারি সর্ব্বনাশ দেখচি।

রাজী। না বাবা—এতে ভয় পেয়ো না। ব্রাহ্মণী বাড়ী আসুন আমি যেমন করে পারি মা বলিয়ে দেব।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার আর এক ভয় আছে।

রাজী। আর কি ভয়?

ঘট। উনি যে ব্যাপিকা উনি অনেক ভাংচি দেবেন; উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, বাজারের বেশ্যা ধরে কন্যে সাজিয়ে দেবে।

রাজী। আমি কোন কথা শুনবো না।

ঘট। বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুকবিয়ে দিয়ে থাকে এবং পাঁচ টা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপনি আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কণক বাবুর অনুরোধে আমার একর্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

রাজী। ঘটক মহাশয়, আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুলবো, বিশেষ স্ত্রীলোকের কথায় আমি কখন কান দিই না, আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ কর্‌বো—পাজিব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোট লোকের ছেলের কখন লেখা পড়া হয়?

ঘট। বিয়ে না করেন নাই কর্‌বেন, গালাগালি দেন কেন!

(গাত্রোত্থান)

রাজী। ঘটক মহাশয় তোমায়ে না, তোমারে না, আমার মাতা খাও ঘটক বাবা (পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা নাপ্‌তেকে বলিচি।

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে গাল দিলে এ ভ্রম হতে পাত্তো না।

রাজী। রতা নাপ্‌তে পাজি, রতা নাপ্‌তে ছোট লোক, ঘটকরাজ অতি ভদ্র, ঘটক মহাশয় অতি সজ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক।

ঘট। রতা বড় নষ্ট বটে ?

রাজী। ব্যাটার নাম কল্যে আমার গা জ্বলে, আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এত দিন কীচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার পরম শত্রু।

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার মন্দ কচ্চে ?

রাজী। আর এক মাগী—ঘটকরাজ আমারে মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কর্ত্তে পারবো না।

ঘট। আমাকে আপনার অবিশ্বাস কি ?

রাজী। বাবা আমাকে এইটি মাপ কত্তে হবে।

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে ?

রাজী। মহাভারত, মহাভারত—ডোম, বুড়ো, কালো, পেত্নী।

ঘট। আপনি সম্বন্ধের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, বউ ঘরে এনে তবে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ; আপনি একশত টাকা স্থির করে রাখবেন।

রাজী। আমার দুই শত টাকা মজুত আছে।

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণ পাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাকবেন, কণক বাবু ঐ বাগান তাঁদের জন্য ভাড়া করেচেন।

রাজী। গোলমালের প্রয়োজন কি, সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু।

ঘট। আমি আজ যাই।

রাজী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঘট। বলুন না ?—সকল বিষয়ের মীমাংসা করে যাওয়া উচিত।

রাজী। এমন কিছু নয়—মেয়েটির বর্ণটি কেমন ?

ঘটক। তরুণ তপন আভা বরণের ভাতি,
কাঁচাসোনা চাঁপা ফুল খেয়েছেন নাতি!
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগীর মন টলে,
খেঁসারির ডাল যেন বাঁধা মলমলে।
নাসিকার শোভা হেরে চঞ্চল নয়ন,
ঈষৎ অরুণ লাজে হয়েছে বরণ,
সরমে হেলিয়ে দোঁহে করিতে বিহিত
কানাকানি কানে কানে কানের সহিত।
অধরে ধরে না সুধা সতত সরস,
ভিজেছে শিশিরে যেন নব তামরস।
গোলাপি বরণ পীন পয়োধর দ্বয়-
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়—
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায়গায়;
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে,
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে?
গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে,
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বার দিয়ে।

রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্য খান"—না হয়নি—

"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,

"কাঁদেরে কলঙ্কিচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে—

না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি—তা এরূপ হয়ে থাকে, কালেজের জল-পানি ওয়ালারাও ঘটকের কাছে চম্‌কে যায়।

ঘট। "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।

"শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে॥

রাজী। আপনি শাশুড়ীর কাছে সেরেস্থরে যেবেন, বল্‌বেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।

ঘট। শিকারি বিড়ালের গোঁপ দেখ্‌লে চেনা যায়—আপনি যে রসিক তা আমি এক "মৌমাচি খোঁচাতেই" জান্‌তে পেরেচি।

রাজী। " চাকের মধু মিষ্টি কি হইত,

" মৌমাচি খোঁচা না যদি রইত।"

ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন।

ঘট। বলেন কি?

রাজী। আজ্ঞা হাঁ।

ঘট। আপনি চম্পকলতার যোগ্য তর, রাজযোটক হয়েচে।

রাজী। আপনি রাত্রে অন্ন আহার করে থাকেন?

ঘট। আজ্ঞা, আমার দক্ষিণ পাড়ায় যাওনের প্রয়োজন আছে, আমি কনক বাবুর ওখানে আহার কর্‌বো—কোন কথা প্রকাশ না হয়, কনক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না জানতে পারে।

[প্রস্থান।

রাজী। আমার পরম সৌভাগ্য—আমার রাবণের পুরী ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, (তাকিয়ার

উপর চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা! কি অপরূপ রূপ,—সোনার বর্ণ,—মোটাসোটা—দ্বিতীয়ে বিয়ে হয়েচে—(নিদ্রা)।

নেপথ্যে। এই বেলা ফুটয়ে দে, আমি সাপ ফেল্‌বো এখন।
(রাজীবের অঙ্গুলির গলিতে জানলা হইতে কাঁটা ফুটাইয়া দেওন)।

রাজী। বাবারে গিচি—(অঙ্গে সোনার সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে—(নেপথ্যে সাপ টানিয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দেখিনি (চিত হইয়া ভূমিতে পতন) একেবারে খেয়ে ফেলেচে করিয়েচে বিয়ে, ও রামমণি, ও রামমণি ও রামমণি, ওরে আবাগের বেটি ঝট্‌করে আয়, জ্বলেমলাম মারে—কেউটে সাপে কাম্‌ড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগ্‌গির আয়, আমার গা অবশ হয়েচে, আমার কপালে সুখ নাই, আমি এক দিন তার মুখ দেখে মরতেম সেও যে ছিল ভাল—

রামমণির প্রবেশ।

আঙ্গুলের গলিতে কেউটে সাপে কাম্‌ড়েচে।

রাম। ওমা তাই তো, রক্ত পড়্‌চে যে, ওমা আমি কোথায় যাবো, ওমা বাবা বই আর যে আমার কেউ নাই—

রাজী। লোক ডাক্‌ জ্বলে মলেম; আহা! সর্পাঘাতে মরণ হলো। (দরজায় আঘাত)

রাম। ওগো তোমরা এস গো—(দ্বার উন্মোচন) আমার বাবার সাপে ঘা হয়েচে।

দুই জন প্রতিবাসীর প্রবেশ।

প্রথম। তাইতো, খুব দাঁত বসেচে—

দ্বিতীয়। সাপ দেখেছিলেন?

রাজী। অজগর কেউটে—আমার হাতে কাম্‌ড়ালে আমি

দেখ্‌তে পেলেম, তার পর হা করে গলা কাম্‌ড়াতে এল, লাপিয়ে এসে নিচেয় পড়লেম।

প্রথম। রামমণি, দৌড়ে তোদের কুয়ার দড়া গাছটা আন্।

[রামমণির প্রস্থান।

(দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি দৌড়ে রতানাপ্‌তেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণ কালে তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে মন্ত্র অব্যর্থসন্ধান।

দ্বিতীয়ের প্রস্থান, রামমণির দড়া লয়ে পুনঃ প্রবেশ।

রাম। ওগো নাপ্‌তেদের ছেলেকে ডাকগো, সে বড় মন্ত্র জানে গো—

প্রথম। দড়া গাছটা দাও (দড়া দিয়া হস্ত বন্ধন)।

রাম। (রাজীবের হস্তে চিমটি কেটে) লাগে?

রাজী। আবার কাটো দেখি, (পুনর্ব্বার চিমটি কাটন) কোই কিছুই লাগে না।

রাম। তবেই সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার পোড়া কপাল পুড়েচে।

রাজী। আর কেউ মন্ত্র জানে না?

প্রথম। রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, সে মন্ত্র মর্‌বের সময় আর কারো দ্যায়নি, কেবল রতাকে দিয়ে গিয়েচে।

রাজী। এমন সাপ আমি কখন দেখিনি—আমার হিত্রকে আস্তে পাঠাও, আমার গা ঢুলচে, আমা[illegible] বোধ [illegible]চ্চে বিষ মাতায় উঠেছে—আহা! কেবল প্রেমের অঙ্কুর হয়েছিল, রাম-মণি তোরে বলবো না ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধের স্থিরতা হয়েছিল, রবিবারে বউ ঘরে আসে; আহা! মরি কি আক্ষেপ, লক্ষ্মী এমন ঘরে আসবেন কেন?

রাম। আবার কে বুঝি টাকা গুলো ফাকি দিয়ে নেবে—

রাজী। মা! যে মিতো তা আমি জানি—অন্তিমকালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমার মুখে দাও, আমার চক বুঁজে আস্‌চে —

রাম। বাবা! তোমারে যে কত মন্দ বলিচি, বাবা! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন করে—

রতানাপ্‌তে, নসীরাম, ভুবনমোহন এবং প্রতি-
বাসীর প্রবেশ।

রাজী। বাবা রতন, তুমি শাপ ভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—

রেতে কাটে জাত সাপ
রাখ্‌তে নারে ওঝার বাপ॥

তবে বন্ধনটা সময় মত হয়েচে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—একগাছ মুড়ো খ্যাঙরা আনুন।

[রামমণির প্রস্থান।

আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেইচি।

রতা। যম বুঝি ছাড়েন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃ প্রবেশ।

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁদিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রত্তন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত)।

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জ্বলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন, আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার।

ভুবন। (স্বগত) আমাদের ভাত পচিয়েচ, আমাদের একঘরে করেচ—(প্রকাশে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাতটা হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও তার উপরে মাচ্চে, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চিনে।

রতা। মূল মন্ত্র ভিন্ন বিষ যায় না—(মন্ত্র পাঠ)

এলো চুলে বেনেবউ আল্‌তা দিয়ে পায়।
নোলোক নাকে, কলসি কাঁকে, জল আন্‌তে যায়॥
আঁচোল বয়ে, উঠলো গিয়ে, হল্‌দে সেপো ব্যাং।
ঘুমের ঘোরে, কামড়ে ধরে, তার একটা ঠ্যাং॥
তাইতে সতী, গর্ব্ভবতী, পতি নাইকো ঘরে।
হায় যুবতী, মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে॥
দৈবযোগে, অনুরাগে, সাপের ওঝা যায়।
হেঁসে হেঁসে, কেশে কেশে, তার পানেতে চায়॥
কুলের নারী, বল্‌তে নারি, পেটে দিলে হাত।
ওঝার কোলে, বিলের জলে, কল্যে গর্ভপাত॥
হাত পা হলো বেঙ্গের মত মানুষের মত গা।
গলা হলো হাড়গিলের মত, শূয়োরের মত হাঁ॥
মা পালালো, বাপ্ পালালো, রইলো কচিখোকা।
কচ্ মচিয়ে চিবিয়ে খেলে দশটা শুঁয়ো পোকা॥
ঘোড়া কেন্নো পুড়িয়ে খেলে কেঁচো দিয়ে তাতে।
আঙ্গুলে ধল্লে কেউটে হুটো, গক্‌রো ধল্লে দাঁতে॥
উড়ে এলো গরুড় পাকি আকাশের কাজ ফেলে।
এক ঠোকোরে নিয়ে গেল শূয়োর মুখো ছেলে॥
আঙ্গুল গুলো রইল পড়ে খগপতির বরে।
চেঁচে ছুলে মুড়ো ঝাঁটা ওঝার বাপে করে॥
ঝাঁটার চোটে, আগুন উঠে, কেউটের ভাঙ্গে ঘাড়।
হাড়ির ঝি, পেঁচোর মার আজ্ঞা, শিগ্‌গির ছাড়॥

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি চ্ লুচে ?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ওবেটীর নামটা বলনা।

রাম। মন্ত্রে আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগিতে মন্ত্র না শুন্‌লে কি মন্ত্র ফলে ?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কিরূপ বোধ হয় ?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুরূচে, বিষে ঘুরূচে কি ঝাঁটায় ঘুরূচে তা আমি বলতে পারিনে—শেষের ঝাঁটা গুনো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম।

রতা। বাচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আনো।

[রাজীব, রামমণি ও প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান।

ভুবন। আমি ভাই ব্যাটাকে খুব মেরেচি।

রতা। সে বোতলটা কোই ?

নসী। এই যে।

রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই আরোকটি খাইয়ে যাব।

ভুবন। কিসের আরোক ?

রতা। এতে ভাঁট পাতার রস আছে, সিউলি পাতার রস আছে, বুড়ো গোরুর চোনা আছে, ভ্যাণ্ডার তেল আছে, প্যাঁজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে; এর নাম "নরামৃত"।

নরামৃত কল্যে পান।
সশরীরে স্বর্গে যান॥

নরামৃতের সহস্র গুন—

বাসি পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়।
সাতছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়॥

ভুবন। হরে শুঁড়ির দোকান থেকে একটু মদ দিলে হত।

রত্না। আমি সে মত করেছিলেম, নসী বল্যে বুড়োর ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

নসী। চুপ্ কর, আস্‌চে।

রাজীব এবং প্রতিবাসীদ্বয়ের
প্রবেশ।

রত্না। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আমি নরামৃত খাওয়াই।

দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার বাপের সেই আরোক বটে?

রত্না। আজ্ঞা হাঁ—(রাজীবের গালে আরোক ঢালিয়া দেওন)।

রাজী। ও রামমণি—ওয়াঃ কি খাওয়ালে—ও রামমনি, ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, ওয়াঃ ওয়াঃ মলেম; ও রামমনি ওরে নেবুর পাতা নিয়ে আয়—ওয়াঃ।

প্রথম। ও বড় মাতব্বর ঔষধি, উটি উদরে ধারণ করে রাখুন।

রাজী। ওমা গেলেম, আমার সাপের কামড় যে ভাল ছিল—ওয়াঃ—আমার মরা যে ভাল ছিল—গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ি উঠলো—ওয়াঃ ওয়ঃ।

রত্না। নির্ব্ব্যাধি হয়েচেন, ঔষধ বেশ ধরেচে।

রামমণির প্রবেশ।

বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও—রাত্রিতে কিছু আহার দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, বিষ একেবারে অন্তর্ধান কর্‌বে।

[রামমণি, রাজীবের একদিকে, অপর সকলের অপর দিকে প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের রসুই ঘরের রোয়াক।

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ।

রাম। টাকায় না হয় কি? টাকা নিয়ে মেয়ে মেচোবাজারে বেচ্‌তে পারে, বুড়ো বরকে দিতে পারে না?

গৌর। আমার বোধ হয়, ও পাড়ার ছোঁড়ারা, মিছে মিছি সম্বন্ধ করেচে; মেয়ে টেয়ে সব মিথ্যে।

রাম। আমি গয়লা বউকে কনক বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেম, তিনি বল্যেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মুন্নি কর্‌বে, তাইতে একটি মেয়ে স্থির করে দিইচি, আমার এই জন্যে বিশ্বাস হচ্চে, তা নইলে কি আমি বিশ্বাস করি।

গৌর। মেয়েটির না কি বয়েস হয়েচে?

রাম। যত বয়েস হক, বাবার সঙ্গে কখনই সাজ্‌বে না—তার বুঝি মা নেই, তা থাক্‌লে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জ্বলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে।

গৌর। আহা! দিদি! মা বাপ্ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝ্‌তেন তা হলে এত দিন বিধবা বিয়ে চল্‌তো।

রাম। গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হলে তুই বিয়ে করিস্?

গৌর। আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয় এক বয়নী প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুক কথা বল্‌তে বল্‌তে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে করে স্তনপান করাই, আর ছেলের মাতায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পাল্‌কিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথা যাচ্চো," আর পুত্র বলেন "মা আমি তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্চি," কখন ইচ্ছা হয় মায়াময়ী মেয়ের সাধে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে কোমরে আঁচল জড়ায়ে পরমানন্দে পরমান্ন পরিবেশন করি। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসার ধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?

রাম। আহা! পরমেশ্বর অনাথিনী করেচেন কি কর্‌বে দিদি বলো।

গৌর। দিদি! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বল্‌তে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। এক খান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়! দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিনবার ভাত খেতেম,

এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না। দেখ্ দিদি এসব পরমেশ্বর করেন নি, মানুষে করেচে, তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো।

রাম। গৌর! তুই প্রথম প্রথম কোন কথা বলতিস্‌নে, এখন তোর এত ক্লেশ বোধ হচ্চ্যে কেন বল্ দেখি?

গৌর। দিদি, প্রথম প্রথম প্রাণপতির শোকে এম্‌নি ব্যাকুল হয়েছিলেম আর কোন ক্লেশ ক্লেশ বোধ হত না; দিদি বিধবা হওয়ার মত সর্ব্বনাশতো আর নাই, তাতেইতো আগে সমরণে যাওয়া পদ্ধতি ছিল, প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একে বারে মরা ভাল।

রাম। আহা! যিনি সমরণের পদ্ধি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেত্তেন তাহলে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হতো না।

গৌর। যে দিন পতি মলেন সে দিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্ত বিরহে এক দিনও বাঁচ্‌বো না, আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মর্‌বো—কিন্তু সময়ে শোকে মাটিপড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণা- পেক্ষাও ভাল বাস্‌তেন, আমি সেই পতিকে একেবারে বিস্মৃত হইচি! দিদি, আমার প্রাণপতি আমাকে অতিশয় ভাল বাস্‌তেন, আমিও তাঁর মুখ এক দণ্ড না দেখ্‌লে বাঁচ্‌তেম্ না—দিদি, বিধবা বিয়ে চলিত হলেও আমি আর বুঝি বিয়ে কত্তে পার্‌বো না।

রাম। অনেক মেয়ে দ্বিতীয়ে বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখিনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?

গৌর। ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবা বিয়ে চলে গেলে কেউ বিয়ে কর্‌বে কেউ কর্‌বে না, এখন পুরুষদের মধ্যেওতো অমনি আছে, মাগ্ মলে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলেতো এমন

কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সে-কালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, রামায়ণে শোনোনি বালি রাজা মলে তারার বিয়ে হয়েছিল, রাবণের রাণী মন্দোদরী বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল—সবলোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বলদ পঞ্চানন পণ্ডিত।

রাম। বাবা বাহাত্তুরে হয়েচেন, ওঁর কিছু জ্ঞান আছে, উনি-সেদিন স্কুলের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বল্যেন বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না—আমার তিন কাল গেচে এক কাল আছে আমার ভাবনা ভাবিনে—বাবা যদি আপনার বিয়ের উয্যুগ না করে তোর বিয়ের উয্যুগ কত্তেন তা হলে লোকেও নিন্দে কর্‌তো না। আর তোর পাঁচটা ছেলে পিলে হতো সুখে সংসার ধর্ম্ম কর্‌তে পাত্তিস্, হাড়িনীর হালে থাক্‌তে হতো না।

গৌর। সতীত্বের মহিমা যে জানে, সে সধবাই হক্ আর বিধবাই হক্ প্রাণপণে সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মহিমা জানে না সে পতি থাক্‌লেও কুপথে যায়, পতি না থাক্‌লেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্যে।

সুশীলের প্রবেশ।

সুশী। ছোট মাসি! এই পুস্তক খানি আপনার জন্যে এনিচি।

গৌরমণির হস্তে পুস্তক দান।

রাম। সুশীল আজ্‌কি যাবে?

সুশী। আমি কি থাক্‌তে পারি, কাল আমাদের কালেজ খুল্‌বে।

গৌর। তোমাদের ইংরাজি পড়া হয় না।

শশী। হয় বই কি—এখন সংস্কৃত কালেজে ইংরাজিও পড়া হয়, সংস্কৃতও পড়া হয়।

গৌর। মেজদিদিকে বলো, বাবা কারো কথা শুন্‌বেন না, বিয়ে করবেন।

শশী। তোমরা যেমন পাগল তাই বিয়ের কথা বিশ্বাস কচ্চো—আমি আর একদিন থাক্‌লে কোন্ ছোড়া ঘটক সেজেচে ধরে দিতে পাত্তেম।

রাম। না বাবা মিছে নয়, আমি দেখিচি ঘটক ভিন্‌দেশি; এগাঁর কেউ না।

শশী। বেশ তো বিয়ে করেন তোমাদেরই ভাল, তোমরা তিন বৎসর মাতৃহীন হয়েচ আবার মা পাবে।

গৌর। তুমি যাকে বিয়ে করে আন্‌বে সেই আমাদের মা হবে, বাবা যাকে বিয়ে করে আন্‌বেন সে ছোট লোকের মেয়ে, সে কি আমাদের স্থল দেবে, না আমাদের স্নেহ করবে!

শশী। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, ঠাকুরদাদার কখনই বিয়ে হবে না—

পেঁচোর মার প্রবেশ।

এই তোমাদের মা এয়েচে—কেমন পেঁচোর মা তুই মাসিমাদের মা হতে এইচিস্ না?

পেঁচো। মোর তো ইচ্ছে; বুড়ো যে মোরে দেক্‌লি কেম্‌ড়ে খাতি আসে।

গৌর। ওমা পোড়ার মুখো মাগী বলে কি!

রাম। পাগলের কথায় তুই আবার কথা কচ্চিস্।

শশী। ও পেঁচোর মা, তুই বুড়ো বামুনকে বিয়ে কর্‌বি?

পেঁচো। মুই তো আজি আচি, বুড়ো যে আজি হয় না।

গৌর। মাগী বুঝি পাগল হয়েচে—হ্যাঁলা পেঁচোর মা তুই যে ডুম্‌নি, বামনের ছেলেরে বিয়ে কর্‌বি কেমন করে?

পেঁচো। ডুম্‌নি বাম্‌নি তি তপাত টা কি? তোমরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও প্যাট্ জ্বলে উট্‌লি খাতি চাই; তোমরাও গালাগালি দিলি আগ্ কর, মোরাও গালাগালি দিলি আগ করি; তোমার বাবা মরিলেও বুকি বাঁস; মুই মলিও বুকি বাঁস; তাঁনারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁত পড়েচে, তবে মুই কোম্ হলাম কিলি?

রাম। আ বিটি পাগ্‌লি, বামুনের মর্য্যাদা জান না—বাবার গলায় একগাছ দড়ি আছে দেখনি?

পেঁচো। দড়ি থাকলি কি মোরে বিয়ে কত্তি পারে না? তিতে ডোমের এঁড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হতি লেগেচে।

গৌর। চুপ্ কর্ আবাগের বেটি—সুশীলকে ভাত দাও দিদি।

সুশী। ঠাকুর দাদা আসুন, একত্রে খাব।

রাম। বাবাকে বিয়ে কত্তে তোর যে বড় ইচ্ছে হলো?

পেঁচো। ঠাকুরঘরের ঘরে বুড়োবামন যদি মোর বর হয়, মুই নকড়ার সিন্নি দেব।

রাম। বাবা তোরে কিছু বলেচে না কি?

পেঁচো। বুড়ো কি মোরে দেক্‌তি পারে?—মুই স্বপোন দেখিচি, আর নাপিৎগার ছেলে মোরে বলেচে।

গৌর। কি স্বপোন দেখিচিস্?

পেঁচো। ছাল সাক্কি—মোরে য্যান বুড়ো বামন বে কচ্চে, মুই য্যান ওনার কোলে ছেলে দিচ্চি।

রাম। এ মাগী বাবার চেয়ে ক্ষেপে উঠেচে।

পেঁচো। স্বপনের কথা অ্যাট্‌টা দুটো সত্যি হয়, মুই ভাবতি ভাবতি যাতি নেগিচি, মোরে ফতা নাপ্‌তে ডাক্‌লে।

সুশী। ফতা কি?

পেঁচো। মুই ও নামডা ধত্তি পারিনে, মোর মিন্‌সের নামে বাদে।

গৌর। মর মাগী হাবি—তার নাম হলো রামজি এর নাম হলো রত্তা।

পেঁচো। মা ঠাক্‌রোণ ভেবে ছ্যাকো, অত্তা বল্‌তে গেলি তানার নাম আসে।

সুশী। আচ্ছা আসে আসে, কত্তা কি বলেচে বল।

পেঁচো। কত্তা বল্যে, পেচোর মা তোর কপাল ফিরেচে, নগোদ্দিপির ভস্‌চাজ্জি বস্তা দিয়েচে তোর সাতে বামনের বিয়ে হবে।

রাম। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে।

পেঁচো। ট্যাকা পালি তানারা গোরু খাতি বস্তা দিতি পারে, মোর বের বস্তাতো তুশ্চু কথা।

গৌর। আচ্ছা বাছা তুই এখন যা, বাবার আস্‌বের সময় হয়েচে আবার তোরে দেখে গালে মুখে চড়িয়ে মর্‌বেন।

পে। স্বপোন যদি ফলে।
ঝোল্‌বো তানার গলে॥
হাতে দেব রুলি।
মোম দেব চুলি॥
ভাত খাব থালা থালা।
তেল মাক্‌বো জালা জালা॥
নটের মুকি দিয়ে ছাই।
আতি দিনি শুয়োর খাই॥

রাম। মাগী একেবারে উন্মাদ হয়েচে।

সুশী। হ্যাঁরে পেঁচোর মা শূকরের মাংস কেমন লাগে?

পেঁচো। মুনো নের্‌কোল খ্যায়েচো?

সুশী। খেইচি।

পেঁচো। তবিই খ্যায়োচো।

গৌর। দুর আবাগের বেটি।

পেঁচো। মাঠাকুরোণ আগ কর ক্যানো, শূয়োরের মাংসো কলি না পেত্যয় যাবা ঠিক্ নেরকোলের মতো খাতি।

রাম। পেঁচোর মা তুই যা, তা নইলে আবার বাবার কাছে মার খাবি।

পেচো। মুই অ্যাট্টা শূয়োরের ট্যাং ঝলসা পোড়া করিচি, তেল নুন আবানে খাতি পাচ্চি নে, মোরে এট্টু তেল নুন দাও মুই যাই।

[তৈল লবণ গ্রহণানন্তর পেঁচোর মার প্রস্থান।

রাম। আমার ব্রতটা পচে গেল তবু বাবা দুটি টাকা দিতে পারলেন না, শুনচি ঘটক মিন্‌সেকে সাড়ে বারোগণ্ডা টাকা দিয়েচেন।

সুশী। বিয়ে যত হবে তা ভগবান্ জানেন, টাকা গুলিন কেবল অনর্থক অপব্যয় হচ্চে।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজী। (আসনে উপবেশন করিয়া) তুমি কি এখানে দুদিন থাকৃতে পারনা; আজোতো নাতবউ হয়নি যে কান মলে দেবে!

রাম। গৌর, তুই পান তৈয়ের করগে আমি ভাত আনি।

[রামমনি ও গৌরমনির প্রস্থান।

রাজী। তোমার জলপানি কোন্ মাস হতে পাবে?

মুন্সী। গত মাস হতে পাবো।

রাজী। কটাকা করে দেবে ?

মুন্সী। আট টাকা।

রাজী। উপ্‌রি কি আছে ?

মুন্সী। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে, তারা উপ্‌রি কাকে বলে জানে না।

রাজী। অপর লোকের কাছে এইরূপ বল্‌তে হয়, কিন্তু আমার কাছে গোপন করার আবশ্যক কি ?

মুন্সী। আপনি বিবেচনা করেন আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি।

রাজী। দোষ কি, তোমাদের একালে কেমন এক রকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না, ভালতেও না, মন্দতেও না—যখন দাঁও প্যাঁচের দ্বারা অর্থ লাভ হয় তখন মিথ্যা বল্‌তে দোষ নাই। আমি তো আর সিঁদ কাটি গড়িয়ে চুরি কত্তে বল্‌চিনে। কলমের জোরে কিম্বা মোড় দিয়ে যে টাকা নিতে পারে সেতো বাহাদুর।

মুন্সী। আপনি যেরূপ বিবেচনা করুন, আমার কোনরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যায় মন যায় না। যবনের অন্ন খেতে আপনার যেরূপ ঘৃণা হয়, আমার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় সেইরূপ ঘৃণা হয়।

রাজী। তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমারে কালেজে পড়তে দিয়েচে—কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার পন্থা দেখে না—সৎপরামর্শ দিতে গেলেম একটা কদুত্তর করে বস্‌লে।

মুন্সী। আপনি অন্যায় বলেন তা আমি কি কর্‌বো—জলপানি আট টাকা পাই তাতে আবার উপ্‌রি পাবো কি ?

রাজী। আরে আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনেতে পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচ টাকায় নির্ভর করতেম তা হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কত্তে পাত্তেম না, পুকুরও কত্তে পাত্তেম না—একবার আমারে চুন কিন্‌তে পাঠিয়েছিল আমি দরের উপর কিছু রাখ্‌লেম আর বাচি

মিস্‌য়ে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই করে থাকে, তুমিও উপ্‌রি পেয়ে থাকো, পাছে বুড়ো কিছু চায় তাই বল্‌চো না, বটে ?

সুশী। হ্যাঁ উপ্‌রি পেয়ে থাকি।

রাজী। কত ?

সুশী। রবিবার আর গ্রীষ্মের অবসর।

রাজী। সে আবার কি ?

সুশী। এসময় কালেজে যেতে হয় না কিন্তু জলপানি নাই।

রামমণির ভাত লয়ে প্রবেশ।

রাজী। দাও ভাত দাও—ওদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করাই অনুচিত।

রাম। (ভাত দিয়া) বেদ্‌না টা সেরেচে ?

রাজী। না আজো টন্‌ টন্‌ কচ্চে।

সুশী। পায় কি হয়েচে।

রাম। পাড়ার ছোঁড়ারা খেপিয়ে ছিল, তাদের তাড়া কত্তে গিয়েছিলেন, খানায় পড়ে পাটা ভেঙ্গে গিয়েচে।

রাজী। বিকাল বেলা একটু চুন হলুদ করে রাখিস্‌।

রাম। রাখ্‌বো। আহা বুড়ো শরীর বড় লাগন লেগেচে—তা বাবা তুমি রাগ কর কেন, পেঁচোর মা হলো ডোম, পেঁচোর মারে তুমি বিয়ে কত্তে গেলে কেন ?

রাজী। তুইও গোল্লাই গিইচিস্‌, তুইও লাগ্‌লি, তুইও খ্যাপাতে আরম্ভ কর্‌লি—খা বিটি ভাত খা। (দুই হস্ত দ্বারা রামমণির অঙ্গে অন্ন ছড়াইয়া দেওন) খা আবাগের বিটি, ভাতও খা, আমারেও খা—

[বেগে প্রস্থান।

সুশী। এমন পাগল হয়েচেন।

রাম। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম—ঘর দোর সব সগ্‌ড়ি হয়ে গেল।

সুশী। যাই আমি তাঁকে শান্ত করে আনি।

রাম। যাও—আমি না নাইলে হেস্কেলে যেতে পার্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাগানের আটচালা।

ভুবন, নসীরাম এবং কেশবের প্রবেশ।

কেশব। ঘটকটা পেলে কোথায়?

ভুব। ও ইনিস্পেক্টার বাবুর কাছে এসেচে; উমেদার, স্কুলের পণ্ডিতি প্রার্থনা করে।

কেশ। ও যেরূপ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বাগ্রে ওকে কর্ম্ম দেওয়া উচিত।

রতা নাপ্‌তে এবং লোক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

রতা। বর আস্‌বের সময় হয়েচে আমরা সাজিগে।

ভুব। এঁদের বাড়ী কোথায়?

রতা। সে কথা কাল বলবো—ইনি হবেন কনের কাকা, ইনি হবেন কনের মেসো, ইনি হবেন কনের দাদা, ইনি হবেন পুরোহিত।

কেশ। আমি ভাই ঠাকুঝি সাজ্‌বো, তা নইলে ব্যাটার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে না।

রতা। আচ্ছা তুমি হবে বড় ঠাকুঝি, ভুবন হবে কনের বিয়ান,

নসীরাম হবেন সালাজ। আমিত ছাইক্যাল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, বুড়ো ব্যাটার মাগ সাজ্‌বো।

কেশ। আমাদের অধিক খরচ হবে না, বড় জোর দশ টাকা, আমরা একটা চাঁদা করে দেব। বুড়ো যে টাকা দিয়েচে তা ওর মেয়ে দুটিকে দেব, তাদের ভালকরে খেতেও দেয় না।

রতা। গিল্‌টিকরা গহনায় যা খরচ হয়েচে আর খরচ কি। এস আমরা যাই (লোক চতুষ্টয়ের প্রতি) আপনাদিগের যেরূপ বলে দিইচি সেইরূপ কর্‌বেন।

[লোক চতুষ্টয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাকা। রতানাপ্‌তে ভারি নকুলে।

মেসো। বুড়ব্যাটা যেমন নষ্ট তেমনি বিয়ের জোগাড় হয়েচে।

দাদা। বেস বাসরঘর সাজিয়েছে।

ঘটক এবং বরবেশে রাজীবের প্রবেশ।

গদির উপর রাজীবের উপবেশন।

কাকা। এই কি বর, কি সর্ব্বনাশ, ঘটক মহাশয় সব কত্তে পারেন—সোনার চম্পক এই মড়ার হাড়ে অর্পণ করবো, আমিত পারবো না।

ঘট। মহাশয় পাঁচ দিক্‌ বিবেচনা করুন—

কাকা। রাখো তোমার পাঁচ দিক্‌, দশ দিক্‌ হলেও মড়িপোড়ার ছেঁড়া মাজুরে মেয়ে দিতে পারবো না—দাদারি যেন পরলোক হয়েচে, আমিত জীবিত আছি, চম্পক আমায় দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশান ঘাটের শুকনা বাঁসে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? বলেন কি? এমন সর্ব্বনাশ করেচেন, এই জন্যে দাদা আপনাকে বন্ধু বলতেন—আরে টাকা! টাকা খেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ কল্যেন।

দাদা। খুড়া মহাশয় এখন উতলা হওনের সময় নয়।

রাজী। বাবা তুমিই এর বিচার কর।

ঘট। ইনি তোমার শালা তোমার শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজী। তবেত আমার পরম বন্ধু—দাদা তুমি আমার মেগের ভাই, মাতার মাদুলি, কপালের তিলক, আমি তোমার খড়মের বোলো, তোমার ইংরাজি জুতার ফিতে, দাদা আমার হয়ে তুমি দুটো বলো তা নইলে আমি ঘাটে এসে দেউলে হই, আমার গোয়ালপাড়ার সরষের নৌকা হাটখোলার নিচেয় ডোবে।

কাকা। আহা মেয়েত না যেন সিংহবাহিনী—দুঃসময় পেয়ে ঘটক মহাশয় কালসর্প হলেন।

দাদা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে বিবাহ দিতে হবে।

রাজী। মরদ্ কি বাৎ
হাতিকি দাঁৎ।

কাকা। তা হলো ভাল তোমরা যেমন বিধবা বিবাহের সহায়তা করে থাক তেমনি ত্বরায় বিধবা বিবাহ দিতে পার্‌বে।

দাদা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন কি বৃদ্ধ হয়েছেন যে সহসা মৃত্যুর গ্রাসে প্রবেশ করবেন। যদি মরেন চম্পকের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাবে, তাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্মত নন।

রাজী। তাতো বটেই, বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত আছে, কেবল কতক গুলো খোসামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।

কাকা। বাবাজির দেক্‌চি যে বিধবা বিবাহে বিলক্ষণ মত। শালা ভগিনীপতিতে মিল্‌বে ভাল।

রাজী। নব্য তন্ত্রের সকলেরি মত আছে।

কাকা। তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তীর্থ পর্য্যটন করবো।

দাদা। যখন সম্বন্ধের স্থিরতা হয় তখন আপনি অমত করেন নি, এখন এরূপ করা কেবল ধাষ্টমো প্রকাশ।

রাজী। “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন”।

ঘট। ছোটবাবু কিঞ্চিৎ বয়স অধিক হয়েচে বলে এমন উতলা হচ্চেন কেন, বরের আর আর অনেক গুণ আছে। বিষয় দেখুন, বিদ্যা দেখুন, রূপ দেখুন, রসিকতা দেখুন। বন্ধুর মেয়ে বলে আমারো স্নেহ আছে আমি অপাত্রে অর্পণ কচ্চিনে।

পুরো। ছোট বাবুর সকলি অন্যায়। বাক্‌দান হয়েচে, গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়েচে, নন্দীমুখ হয়েচে, বরপাত্র সভায় উপস্থিত, এখন উনি অমঙ্গলজনক বিবাদ উপস্থিত করে শুভ কর্ম্মের বিলম্ব কচ্চেন—কক্কন লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না।

মেসো। পুরোহিত মহাশয়ের অনুমতি হয়েচে, ছোট বাবু আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই, হৃষ্টচিত্তে কন্যা সম্প্রদান কর।

কাকা। আচ্ছা, কখান দাঁত হয়েচে. দেখা আবশ্যক, বাবাজি দাঁত দেখাও দেখি।

রাজী। আমি বড় বাঁসি বাজাতেম তাই অল্প বয়সে গুটিকত দাঁত পড়ে গিয়েচে। (দাঁত বাহির করিয়া দর্শায়ন)

কাকা। সকলেরি মত হচ্চে আমার অমত করা উচিত নয়, আমি বাবাজিকে অন্যায় বুড় বলে ঘৃণা করেচি।

রাজী। আপনি খুড়শ্বশুর, পিতৃতুল্য, ছেলে পিলেকে এইরূপ তাড়না কত্তে হয়। মা ছেলেকে কত মন্দ বলে তখনি আবার সেই ছেলে কোলে লয়ে স্তন পান করায়।

কাকা। জামাই বাবুর কথাতে অঙ্গ শীতল হয়ে যায়।

রাজী। আপনি শ্বশুর নচেৎ আদিরসের কবিতা শুনায়ে দিতেম।

ঘট। এখন কোন কথা বল্‌বেন না, লোকে বল্‌বে বরটা ঠোঁটকাটা। বাসর ঘরে আমার মান রক্ষা করেন তবে আপনাকে বাসরবিজয়ী বর বলবো। মাগিগুলো বড় ঠ্যাঁটা, কান মোড়া দেয়, কিল মারে, নাক কামড়ায়, কোলে বসে।

রাজী। এ ত সুখের বিষয়।

নেপথ্যে। এই ঘরে বাসর হয়েচে।

কেশ। রক্তম! ঘোমটা দাও হে।

(রাজীবের বরবেশে এবং নসীরাম আর পাচ জন বালকের নারীবেশে প্রবেশ।)

নসী। বসো ভাই কনের কাছে বসো।

রাজী। (উপবেশনানন্তর) আমার মনে বড় ক্লেশ হয়েচে— শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উনি স্ত্রীর মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না কাঁদ্‌লেন।

কেশ। মার ভাই এইটি কোলের মেয়ে, তাইতে একটু কাঁদ্‌লেন। তা ভাই তুমিওত বুঝ্‌তে পার, সকলেরি ইচ্ছে মেয়ে অল্পবয়সী বরে পড়ে। সে কথায় আর কাজ কি, তুমি এখন মার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। তিনি বল্‌চেন উনি বেঁচে থাকুন। আমার চম্পক পাঁচ দিন মাচ ভাত থাক্।

নসী। একবার দাঁড়াওত ভাই ঝোঁকা দিই তোমার কতদূর পর্য্যন্ত হয়। (রতা এবং রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন)

কেশ। দিব্বি মানিয়েচে, বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজী। আমার শরীর পবিত্র হলো, চিত্ত প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জন্ম, এমন নারীরত্ন লাভ কল্যেম। আমি পাঁজি দেখেছিলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা ফল্লো।

ভুব। ওমা সেকি গো, তুমি কি ভ্যাড়া, বিয়াম ভ্যাড়া বিয়ে কল্যে নাকি ?

রাজী। আমি ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা বানালে।

কেশ। ঘটক যা বলেছিল সত্যিরে, খুব রসিক।

ভুব। বাসর ঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে যা লাগে তিনি তা কর।

নসী। যোলো শ গোপিনী একা মাধব।

রাজী। "কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে,
সে কালের আর কদিন আছে।"

প্রথম বালক। বা রসিক, কাণমলা খাও দেখি। (সজোরে কাণ মলন)

রাজী। উঃ বাবা। (সজোরে কাণ মলন) লাগে মা—(সজোরে কাণ মলন) মলেম গিচি—(সজোরে কাণ মলন) মেরে ফেল্‌লে—(নাক মলন) দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।

সকলে। ও মা একি।

ভুব। রামমণি কেগো? কাণমলা খেয়ে এত চেঁচানি, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই তোমার রসিকতা।

রাজী। কাণ দিয়ে যে রস গড়িয়ে পড়ে, না চেঁচিয়ে করি কি।

ভুব। কামিনী কোমল কর কিবা কাণমলা,
নলিনীর মূল কিবা নবনীর দলা।

রাজী। আমি কৌতুক করে চেঁচিয়েচি।

ভুব। বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই (কাণ মলন)

রাজী। উঃ উঃ বেস রূপসি। (কাণমলন) মলুম, বেস, সুন্দরীর হাত কি কোমল!

ভুব। না, রসিক বটে।

কেশ। একটি গান কর দেখি।

রাজী। তোমরা মেয়েমানুষ, বাই নাচ্ কর আমি শুনি।

দ্বিতীয় বালক। নাচ্ শোনে না দেখে?

রাজী। নাচ শোনাও যায়, দেখাও যায়। তুমি নাচো আমি চক্ষু বুজে তোমার মলের ঠুন ঠুন শব্দ শুনি।

ভুব। আগে তুমি একটি গাও তার পর আমি নাচবো।

কেশ। সে কি ভাই, আমোদ আহ্লাদ না কল্যে মা কি ভাব-

বেন ; তুমিই যেন দোজবরে, তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয়, গান কর, নাচো, তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও।

রাজী। শাশুড়ী ঠাকুরুণ গান বুঝি বড় ভাল বাসেন ? আচ্ছা বেস গাচ্চি। (চিন্তা করিয়া) আমি ভাই গান ভাল জানি না, কবিতা বলি।

ভুব। কবিতা বিয়ানের সঙ্গে বলো, আমরা তোমায় এক দিন পেইচি, একটি গান শুনে মজে থাকি।

রাজী। আমার ব্রাহ্মণী কি তোমার বিয়ান ?

ভুব। ওগো হ্যাঁগো, বিয়ানের বিয়ে না হতে জামাই হয়েচে। তোমার ক্লেশ পেতে হবে না, তৈরি ঘর।

রাজী। বিয়ানের কথা গুলিন বড় মিষ্টি, যেন নলেন গুড়। বিয়ানের নামটি কি ?

কেশ। তোমার বিয়ানের নাম চন্দ্রমুখী।

রাজী। হ্যাঁ বিয়ান, তোমার নাম চন্দ্রমুখী ?

ভুব। আমার কি চন্দ্রমুখ আছে, তা আমার নাম চন্দ্রমুখী হবে ?

রাজী। বিয়ান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা করবো।

ভুব। খোঁড়া ভাতার বুড়ো ব্যাই,
কোন দিকে সুখ নাই।

নসী। দুঃখের কথা বলবো কি, ওর ভাতার ওকে খুব ভাল বাসে, বয়স অল্প কিন্তু খোঁড়া।

রাজী। তবে হরেদরে বিয়ানের একটি পুরো ভাতার হবে। আমার পা নেবেন, ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাতরে পাঁচ কিল।

কেশ। তোরা বাজে কতায় রাত কাটালি—গাও না ভাই, গীতের কথা ভুলে গেলে।

রাজী। আমি একটা ন্যাড়া নেড়ীর গান গাই—

মন মজরে হরি পদে,

মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুলনা মন আমোদ মদে ৷

দারা সুত পরিজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে মনে,

কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরিচরণ তরি বিপদে।

নসী। আহা! কি মধুর গান, আমার ইচ্ছে করে এখনি কুঞ্জ-বনে গিয়ে রাধিকা রাজা হই।

রাজী। অনেক রাত্রি হয়েচে আমার ঘুম আস্‌চে।

তৃতীয় বালক। বাসর ঘরে ঘুমুলে মাগ্‌ভাতারে বনে না।

নসী। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই? আমি কত বলে কয়ে মিন্‌সেরে ঘুমপাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ্‌ সমস্ত রাত জাগ্‌বো।

রাজী। আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যাথা ধরে।

ভুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কর্‌বেন. তাই আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন।

কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা ত আর ছেলে মানুষটি নয়।

ভুব। বিয়ান নবীন যুবতী, ষাট বছরের একটি ভাতার না হয়ে কুড়ি বৎসরের তিনটি হলে বিয়ানের মনের মত হতো।

কেশ। (রাজীবের নিকটে গিয়া) তা ভাই তুমি এখন চাঁপাকে নিয়ে আমোদ কর, আমরা যাই, দেখ ভাই ছেলে মানুষ শান্ত করে রেখ—

নসী। ঠাকুর্ঝি যে মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্চিস্‌, দেখিস্‌ যেন কাম্‌ড়ে ন্যায় না।

ভুব। কাম্‌ড়ালে ক্ষেতি কি? বোনাই ভাতারী ত গাল নয়, শালী পোনের আনা মাগ।

কেশ। তুই যেমন ব্যাইভাতারী তাই ও কথা বল্‌চিস্‌—আয় লো আমরা যাই।

(রাজীব এবং রতা নাপ্‌তে ব্যতীত সকলের প্রস্থান; দ্বার রোধ।)

রাজী। সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার ভাঙ্গাঘরের চাঁদের আলো, আমার শুক্‌নো তরুর কচি পাতা; তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার গঙ্গাজল। তোমার গোলামকে একবার মুখ খান দেখাও, আমার স্বর্গ লাভ হক্‌।

রতা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া)

ক্ষণকাল ক্ষম নাথ অধিনী তোমার,
গাঁটা দিয়ে দেখে সবে দম্পতি বিহার।
এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে,
রাসলীলা কর পরে বিয়ের বাসরে।

রাজী। আমি দেখে আসি কেহ আছে কি না, (চারি দিকে অবলোকন) প্রাণকান্তা! জনপ্রাণী এখানে নাই।

রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আমি একবার,
দেখি উঁকি মারে কি না পাশে জানালার।

(চারি দিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন)

রাজী। কাছে এস, আমি একবার তোমার হাত খানি ধরি।

রতা। কাছে কিম্বা দূরে থাকি উভয় সমান,
যত দিন নাহি পাই অন্তরেতে স্থান।

রাজী। প্রেয়সি! আমি বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ হতে ছিলেম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল করলে। আমি

যে জ্বালা পেয়েচি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না—এরা তোমার সতীন ঝি. তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে।

রতা। শুনিয়াছি তারা নাকি কান্টা অতিশয়,
পরম পবিত্র বাপে কটু কথা কয়।
যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়,
পরবশ তারা যেন না করে আমায়।

রাজী। তুমি যে আমার বুকপোরা ধন, আমি কারো ছুঁতে দেব? কাল পাল্কি হতে আপনি তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই দে দোর। আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া। এই নাও চাবি তোমার কাছে থাক। (চাবি দান)

রতা। পিতা পরলোক গেলে জননীর সনে,
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদি দুই-জনে।
বাবার বিয়োগ শোক ভুলিলাম আজ,
মিলেচে গুণের পতি নব যুবরাজ।

রাজী। বিধুমুখি! তুমি আমায় আনন্দসাগরে সাঁতার শেখাবে—আহা আহা কি মধুর বচন! প্রেয়সি! আমায় বুড়ো বলে ঘৃণা করো না।

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কি বা কদাকার,
ভকতি ভাজন ভর্ত্তা অবশ্য ভার্য্যার।

রাজী। সুন্দরি, আমাকে তোমার ভক্তি হয়?

রতা। দেবতা সমান পতি সাধনের ধন,
হৃদয় মন্দিরে রাখি করিয়ে যতন।
নানা আরাধনা করি মন করি এক,
সরল বচন জলে করি অভিষেক।
বিলেপন করি অঙ্গে আদর চন্দন,
হেম উপবীত দিই সুখ আলিঙ্গন।
রসের হেঁয়ালি ছলে বলি শিব ধ্যান,
কপোল কমল করি দেব অঙ্গে দান।
অবলা সরলা বালা আমি অভাজন,
দিবানিশি থাকে যেন পতি পদে মন।

(রাজীবের চরণ ধারণ)

রাজী। সোণার চাঁদ তুমি আমায় স্বর্গে তুল্যে, আমি আর বাড়ী যাব না, এই খানে পড়ে থাক্‌বো। বিধুবদনি একটা ছড়া বলো।

রতা। মাথার উপর ধরি পতির বচন,
বলিব ললিত ছড়া শুনহে মদন।
কণক কিশোরী, পিরিতের পরি,
রসের লহরী, বসে আলো করি,
নিকুঞ্জ বন,
মন উচাটন, মুদিত নয়ন,
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন,
বংশিবদন।

কুলের অবলা, অবলা সরলা,
বিরহে বিকলা, সতত চপলা
বাঁচিতে নারি,
বিনে প্রাণ হরি, হায় হলো হরি,
কুসুম কেশরি, আহা মরি মরি,
মরে গো নারী।
রমণীর মন, কি জানি কেমন,
এত অযতন, তবু তো রতন,
পুরুষে ভাবে,
কি করি উপায়, অরি পায় পায়,
পথে যদু রায়, পড়ে প্রেম দায়,
মজেচে ভাবে।
বৃন্দে বলে রাই, লাজে মরে যাই,
এসেচে কানাই, দোহাই দোহাই,
কথা কস্‌নে,
রাই বলে সখি, সে মানে হবে কি,
পিপাসী চাতকি, নীরদ নিরখি,
বাধা দিস্‌নে।
কামিনীর মান, সফরির প্রাণ,
মানে অপমান, বিধাতা বিধান,
আন গোবিন্দে,

করি আলিঙ্গন, মদনমোহন,
স্মর হুতাশন, করি নিবারণ,
যাও গো বৃন্দে।
নূপুরের ধ্বনি, শুনি ওঠে ধনী,
দীনে পায় মণি, পদ্মে দিনমণি,
ধরিল করে,
সহজ মিলন, সুখ সন্তরণ,
সুবোধ সুজন, ললনা কখন,
মান না করে।

রাজী। আহা মরি এমন মধুর বচন কখন শুনিনি, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া দিচ্চে। আহা! প্রেয়সি বিচ্ছেদ জ্বালা এমনি বটে, পুরুষেরা বিচ্ছেদ বাঁটুল খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে, হনূমান যেমন ভরতের বাঁটুল খেয়ে গন্ধমাদন মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। মেয়ে পুরুষের সমান জ্বালা, পুরুষে চেঁচা মেচি করে, মেয়েরা গুম্‌রে গুম্‌রে মরে।

রতা। অনঙ্গ অঙ্গনা অঙ্গ বিনা পরশনে,
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণী মনে;
কামিনী বিরহ বাণী আনে না অধরে,
বিরলে বিকল মন মনসিজ শরে,
লাবণ্য বিষণ্ন নয় বিদরে অন্তর,
কীটক কুলায় যথা রসাল ভিতর।

রাজী। আহা আহা এমন মেয়েত কখন দেখিনি, আমার

কপালে এত সুখ ছিল, এত দিন পরে জান্‌লেম, বুড়ো বিটি আমার মঙ্গলের জন্যে মরেচে, " বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে "। প্রেয়সি! তুমি আমার গালে এক বার হাত দাও।

রতা। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই,
প্রাণপতি গাল দুটি করে করি লই।

(রাজীবের কপোল ধারণ।)

রাজী। আহা, আহা, মরি, মরি, কার মুখ দেখেছিলেম— আজ সকালে রতা শালার মুখ দেখেছিলাম—পাজি ব্যাটার মুখ দেখে এমন রত্নলাভ কল্যেম—সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখ্‌বো।

রতা। আমি তব কেনা দাসী পদ অভরণ,
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন,
যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহি তায়,
দেখ কিন্তু দাসী যেন লাজ নাহি পায়,
স্বামীর সোহাগে যদি হইয়ে অবশ,
দেখাই বিয়ের রেতে উদর কলস,
কৌতুক রঙ্গিণী রসময়ী রামাগণ,
বেহায়া বলিবে মোরে ঠারিয়ে নয়ন,
সবে না সরল মনে কৌতুক কঙ্কর,
আজি কান্ত শান্ত হও দেখে বাম কর,

(বাম হস্ত দর্শায়ন।)

রাজী। আহা কি দেখ্‌লেম্‌, মরে যাই, রূপের বালাই লয়ে—

তড়িত তাড়িত বর্ণে তড়াগজ মুখ,
উল্‌টা কড়া সমযোড়া কুচ যোড়ে বুক,
সুশ্রাব্য অমৃত বাক্যে জুড়াইল কর্ণ,
অদ্যাবধি ঋণগ্রস্ত আমি অধমর্ণ।
তোমার গ্রথিত ছড়া রহস্যের কূয়া,
আমি বুড় মূঢ় কবি করি হুয়া হুয়া,
ভৃত্যের বার্দ্ধক্যে যদি না কর ধিক্কার,
স্বকৃত মসৃণ পদ্য করিব ন্যক্কার।

রতা। কবিতা কানাই তুমি রসের গামলা,
ছলনা কর না মোরে দেখিয়ে অবলা।
বলো বলো নিজ পদ্য এক তার তান,
শুনিয়ে মোহিত হোক্‌ মহিলার প্রাণ।

রাজী। পীরিতি তুল্য কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

রতা। কবিতার কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা,
কি বলিব কত ভাল নাহি পরিসীমা।
খাটিল ঘটক বাণী ভাগ্যে অধিনীর,
বুড় বর বটে কিন্তু দুদ মরে ক্ষীর।

রাজী। সুন্দরি, আমার ঘুম গিয়েচে, রাত আমার দিন বোধ হচ্যে—প্রেয়সি! তুমি এক বার আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি।

রতা। কথার সময় নয় রসময় আজ,
এখনি আসিবে তব শ্যালকী শ্যালাজ।

রাজী। কারো আস্‌তে দেব না, তুমি উতলা হও কেন, এস, এস, এসনা—এই এস (অঞ্চল ধরিয়া টানন।)

রতা। রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি!
মম অঞ্চল ছাড় দু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে;
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য্য ধরে,
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।

(যাইতে অগ্রসর)

রাজী। সুন্দরি এখন রাত অধিক হয়নি—তুমি ঘর হতে গেলে

আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, বস যেও না (হস্ত ধরিয়া টানন)।

রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড়না ছাড়না,
বিবাহ বাসরে নহে বিহিত তাড়না।
নিশি অবসান প্রাণ গেল শশধর ;
দম্পতি অরাতি রবি গগন উপর।
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বঁধু,
দিনে কি কামিনী কান্তে দিতে পারে মধু ?

রাজী। প্রেয়সি ! বুড় বামুণের কথা রাখ, যেও না, প্রেয়সি তোমার পরকালে ভাল হবে—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল করনা। আমি রত্নবেদি হই, তুমি জয় জগন্নাথ হয়ে চড়ে বস।

(রতানাপ্‌তের পদদ্বয় ধরিয়া শয়ন)

রতা। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাঁসি পায়,
বাপের বয়সি পতি পড়িলেন পায়।

(জানালার নিকটে নসীরামের আগমন)

নসী। একি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দুই হাতে খেতে হয় ? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না।

(নসীরামের প্রস্থান)

রতা। ছি ছি ভাই, কি বালাই, লাজে মরে যাই,
বিয়ের কনের কাজ দেখিল সবাই।

(কিয়দ্দূর গমন)

রাজী। বাপ্‌ধন আমার চল্যে! আমারে মেরে চল্যে, ব্রহ্ম-হত্যা হলো—যেও না সুন্দরি, যেও না।

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল ডাক্‌চে।

(রতানাপ্‌তের প্রস্থান)

রাজী। বিটী জ্বালা দিয়ে কথা করে আমার মাতায় বজ্রাঘাত কল্যে, বিটী রাতব্যাড়ানী। বিটী আকৃতা ভাতারের মাগ, তা নইলে সে ব্যাটা রেতে বেরুতে দেয়? আহা কনক বাবুর প্রসাদাৎ কি রত্নই লাভ করিচি, বউ ঘরে তুলে কনকবাবুকে ভাল পেয়ারা, ভাল আতা পাঠিয়ে দেব। কনক বাবু অনুগ্রহ না কল্যে কি এ বুড় বয়সে অমন মেয়ে জুটতো? যদি মা দুর্গা থাকেন তবে তুই বুড়রে যেমন সুখী কল্যি, এমনি সুখী তুই চির দিন থাক্‌বি।

(নসীরাম এবং ভুবনের প্রবেশ)

ভুব। কি ব্যাই, বিয়ানের সঙ্গে আমোদ হলো কেমন?

নসী। ঠাকুরজামাই ভাব্‌চো কি? আজ তো সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ, এতেই এই, না জানি চাঁপার বয়স-কালে কি হবে।

রাজী। আমারে কিছু বল না; আমি মরিচি, কি বেঁচে আছি তা আমি বল্‌তে পারিনে—আমার স্বর্ণলতাকে এইখানে নিয়ে এস, আমি ছোঁব না কেবল দেখ্‌বো, আমার কাছে বসে থাক্‌লে আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা থাকে—তোমার পায় পড়ি এক বার নিয়ে এস।

নসী। সে এখন ঠাক্‌রুণের কাছে বসে রয়েচে, তাকে আন্‌বের যো নাই—আমরা এইচি এতে কি তোমার মন ওটে না?

ভুব। বড় সুখের বিষয় বিয়ানের সঙ্গে তোমার এমন মন মজেচে।

নসী। ঠাকুরজামাই, ভাই, ছেলেমানুষ, কত লোকে কত কথা বল্‌বে, তুমি ভাই খুব যত্ন কর—চাঁপা বড় অভিমানী, বড় কথা

সইতে পারে না, তোমার মেয়েদের বলে দিও মন্দ কথা না বলে।

রাজী। আর মেয়ে! তারা কি আছে, মনে মনে তাদের গাঁ ছাড়া করিচি। দেখ্‌বো যদি ব্রাহ্মণী তাদের উপর রাজী হন তবেই তাদের মঙ্গল, নইলে তাদের হাতে টুকুনি দিইচি।

ভুব। বিয়ান সতীনের নাম সইতে পারে না, তোমার মেয়েরা বিয়ানের সতীন ঝি, তারা যেন বিয়ানকে ছোঁয় না, তা হলে বিয়ান জলে ডুবে মরবে—

সতীনের ঘা সওয়া যায়,
সতীন কাঁটা চিবিয়ে খায়।

রাজী। তোমরা কিছু ভেবনা, আমি কাহাকেও ছুঁতে দেব না, চুপি চুপি নিয়ে যাব, দশ দিন পরে গাঁয় প্রকাশ কর্‌বো।

নসী। এস, বাসি বিয়ে করসে, ঘোর থাক্‌তে থাক্‌তে বরকনে বিদেয় কত্তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান।

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ।

রাম। ভগবতী এমন দয়া কর্‌বেন, বাবার বিয়ে মিছে বিয়ে হবে।

গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চারা কি, তিনি আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন কর্‌বো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে কি হবে, যুবতীর যে পরমসুখ তাতো দিতে পার্‌বো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, বাবাতো বেঁচে মরা।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজী। ও মা রামমনি, ও মা তোমার মা এনিচি বরণ করে নাও।

রাম। সত্যি সত্যি আমাদের কপালে আগুন লেগেচে, পোড়া কপাল পুড়ছে, বুড়ো বাপের বিয়ে হয়েচে!

রাজী। আবাগের বেটী আমাকে চিরদিন জ্বালালে, আমি ভালমুখে ডাক্‌লেম উনি কান্না আরম্ভ কর্‌লেন, ওঁর ভাতার এখনি মলো।

রাম। কোই আনো দেখি—আর বাপ হয়ে অমন কথা গুলো বলোনা—কনে কোথায়?

রাজী। বন্ধু বাবার কাছে।

গৌর। বন্ধু বাবা কে?

রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধু বাবা বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বলি, তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু—বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে এস।

কনের হাতধরে ঘটকের প্রবেশ।

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ কেমন।

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিবেন না।

রাম। (ঘটকের প্রতি) আঁটকুড়ির ব্যাটা, সর্ব্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক্‌—কোথা থেকে এসে বুড়ো বয়সে বাবার বিয়ে দিলে—তুই যেমন সর্ব্বনাশ কল্লি এমনি সর্ব্বনাশ তোর হবে—

ঘট। বাছা মিছে মিছি গাল দাও কেন, বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পুত্রশোক নিবারণ হবে।

[হাস্যবদনে ঘটকের প্রস্থান।

রাজী। তুই বিটী ধর্মের ষাঁড়, এত ঝকড়া কত্তে পারিস, তোর বাবার বন্ধু বাবা, গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি, আ পাড়া কুঁদুলি—ঘরের দোর খুলে দে, আমি ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুলি।

গৌর। আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাইনে তুমিই একবার মুখটো দেখাও।

পাঁচজন শিশু এবং গ্রামস্থ কতিপয়

লোকের প্রবেশ।

শিশুগণ। বুড়ো বাম্না বোকা বর,

পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

বুড়ো বাম্না বোকা বর,

পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

রাজী। দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ গর্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই ভাখ্ (কনের অবগুণ্ঠন মোচন)।

গৌর। ও মা এ যে সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—মাগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোণার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি স্বপন দেখ্‌লেম, আমার ছলনা কল্যে—আহা! আহা! কেন এমন স্বর্গ মিথ্যা হলো—ও লক্ষীছাড়া বিটি পেঁচোর মা তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার ডোইরে কলাগাছে জলভরা মেয়ে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই,

(ভূমিতে পতন) কণক রায় নির্ব্বংশ হক, কণক রায়ের সর্ব্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। কানৃতি নেগ্‌লে ক্যান, তোমার ছ্যালে কোলে কর। (কাপড়ের ভিতর হইতে অলঙ্কারে ভূষিত শূকরের ছানা রাজীবের গাত্রে ফেলন)

রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে, পেতনি, শূয়োর খাগি, শূয়োরের বাচ্ছা আমার গায় দিলি ক্যান? শূয়োরের বাচ্ছা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

[শূকরের ছানা রামমণির গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান।

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃনা, শূয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুতে গিয়ে শোও—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কণক বাবু বুদ্ধিমান, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। (শূয়োরের বাচ্ছা কোলে লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নেলে না, আগ্‌করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।

গৌর। পেঁচোর মা তোর বিয়ে হলো কোথায়।

পেঁচোর। মোর স্বপোন কি মিত্যে! তোমার বাবা মোর হাতধরে আনলে।

রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে?

পেঁচোর। নরলোকে পরির মেয়েদের চিন্তি পারে?

গৌর। পরির মেয়ে কোথা পেলি?

পেঁচোর। ঝুজ্‌কো ব্যালাডায় আত আছে কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে অইচি, দুটো পরির মেয়ে বল্যে পেঁচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই

এই ছানাডারে বড় ভালবাসি, এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কতি পারিনে, মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, পালকিতে তুলে দেলে, বলেদেলে কতা কস্‌নে, মুখ দেখানো হলি কতা কস্‌।

রাম। বাবার গায় শূয়োরের বাচ্ছা দিলি ক্যান ?

পেঁচোর। তানারা বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে দিলি তোরে খুব ভালো বস্‌বে, ভাতার বশ করা কত ওযুদ জানি, শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।

রতানাপ্‌তের প্রবেশ।

ইনিতি মোরে পর্‌তম বলেলো মোর কপাল ফিরেচে।

রতা। (রামমণির প্রতি) ওগো বাছা তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে ব্রত নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও, তিনি কাল রেতে আহ্লাদে চাবি দিয়ে ফেলেছিলেন।

রাম। গৌর টাকা রাখ্‌ আমি দৌড়ে একটা ডুব দিয়ে আসি, শূয়োরের ছানা ছুঁইচি।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। ভাই ছুঁয়ে নাতি চায় ! ও মা মুই কনে যাব।

গৌর। দাও আমার কাছে টাকা চাবি দাও—আচ্ছা, বুড়ো মানুষকে কেউতো মারি ধরিনি।

রতা। মার্‌বে কে ?

গৌর। বেশ হয়েচে, মিছে বিয়ে হলো আমরা টাকা পেলুম।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। বড়মেয়ে গেল, ছোটমেয়ে গেল, মোরে ঘরে তোলে কেডা, মোর বামুন ভাতার কনে গেল ?

প্রথম শিশু। দূর বিটী ডুম্‌নি।

পেঁচোর। বুড়োর বেতে বামনি হইচি, মুই অ্যাকন ডুম্‌নি বাম্‌নি।

ব্রতা। ওলো ডুম্‌নি বাম্‌নি, আমার সঙ্গে আয়, তোর হারাধন খুজে দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

3/7/48

সমাপ্ত।